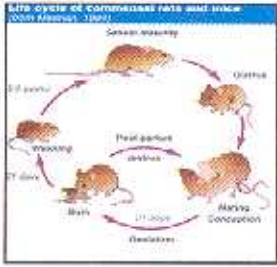




ইঁদুর সম্পর্কিত তথ্যাবলী



- ☞ যে সকল প্রাণীর মুখের অগ্রভাগে খুব শক্ত, তীক্ষ্ণ, ও ধারালো বাটালের মতো এক জোড়া করে উপরে ও नीচে ছেদন দন্ত আছে যা জন্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাড়তে থাকে তাদেরকে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী বা রোডেন্ট বলে।
- ☞ সারা বিশ্ব জুড়ে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৭০০টি এর মধ্যে ৫০০ প্রজাতির ইঁদুর এবং ১৫০ প্রজাতির মাউস আছে।
- ☞ এক জোড়া ইঁদুর থেকে বছরে সাধারণত ৫০০টি এবং অফের হিসাবে ৩০০০টি ইঁদুর জন্ম লাভ করতে পারে।
- ☞ ইঁদুর সাধারণত ২ থেকে ৩ বছর বেঁচে পারে।
- ☞ ইঁদুর সাধারণত বৎসরে ৬ থেকে ৮ বার বাঁচা দেয়। প্রতিবারে ৩ থেকে ১৩ টি পর্যন্ত বাঁচা দিতে পারে।
- ☞ ইঁদুরের গর্ভধারণকাল প্রজাতি ভেদে ১৭ থেকে ২২ দিন।
- ☞ সাধারণত বাঁচা প্রসবের ৪৮ ঘণ্টার (২ দিনের) মধ্যে আবার গর্ভধারণ করতে পারে।
- ☞ বাঁচা ইঁদুর দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে বড় হয়ে বাঁচা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।
- ☞ ইঁদুর ৬০ প্রকার রোগের জীবাণু বহন এবং বিস্তার করতে পারে যেমন- প্রেণ, লেপ্টোসপাইরোসিস, হান্টলিভাইরাস, মিউকিন টাইফস, সালমোনেলিওসিস ইত্যাদি। এই সমস্ত রোগের জীবাণুগুলো ইঁদুরের পায়খানা, প্রস্রাব, মুখের লালা, পশম ও বাতাস দ্বারা বিস্তার লাভ করে।
- ☞ ইঁদুর তিন ধরনের কৃমি বহন করে যেমন- মেম্যাটোড (কেঁচো কৃমি), ট্রিমাটোড (চেন্টা কৃমি) এবং সিনটোড (ফিতা কৃমি)। এ সকল কৃমি বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়ায় যেমন- *Angiostrongylus Cantonensis*, *Calodium hepaticum* রোগ। শিকরা এই সকল রোগে আক্রান্ত হলে মানুষিক ভাবসামা হারায় বা হাবাগোকা হয়।
- ☞ ইঁদুর কামড় দিলে "ব্লাট বাইট ফিজার" নামক রোগ হয়।
- ☞ একটি ইঁদুর বছরে আবার খায় ৮ থেকে ১০ কেজি, প্রস্রাব করে ৫ লিটারের মতো, পায়খানা করে ১৫,০০০ বার যার গুজন প্রায় ৫ কেজি। গায়ের পশম করে পড়ে ৫ লাখের মত।
- ☞ ইঁদুর দারে, ধান ফসলে, সর্ষী ফেতে, গুদামে, রাজাস্থাট, গড়ক, বেলপথ, বাথ ও সোচনাদা সহ সর্বত্রই ফলিত করে।
- ☞ একটি ইঁদুর বছরে গড়ে ৫০ কেজি গোলাজাত ফসল নষ্ট করতে পারে।
- ☞ পর্বে ২০ কেজিরও বেশি খাদ্য ভক্ষা করতে পারে।
- ☞ প্রায় সব জাতের ইঁদুরই সাত্যারে পট্ট।



"সবসময় কাটুন কুটুন
কে বুঝে তার কর্ম
ক্ষতি ছাড়া লাভ দিবে না
এটাই ইঁদুরের পর্ম"

Lead Organization : AID-COMILLA



গ্রাম বাংলায় ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প Rat management for Rural Communities Project

RIU
Research Into Use

a DFID Funded Project



nr international

ইঁদুর সম্পর্কিত তথ্যাবলী

- ইঁদুর খেয়ে হততা না নষ্ট করে তার চেয়ে ৫-১০ গুন বেশী নষ্ট করে গর্তে নিয়ে, মাটিতে মিশিয়ে, পশম, পাথরনা ও প্রচুর ইত্যাদির সহকর্মণের মাধ্যমে।
- আমন ফসলে ইঁদুরের ক্ষতির পরিমাণ (কৃষকের মতে) ১০% হতে ৩০%
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে ইঁদুরের আক্রমণে কুম ফসল, শাকসব্জি, মসলা জাতীয় ফসল এর ক্ষতির পরিমাণ ১০০ ভাগ।
- সুদামজাত শস্যে ইঁদুরের আক্রমণ জনিত ক্ষতির পরিমাণ ১০% হতে ২০%।



ফাঁদ ব্যবহার

ইঁদুরের ফাঁদ পেতে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই সকল ফাঁদে খাদ্য (ট্রোপ) হিসাবে নারিকেল, কলা, আম, আলু ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। ইঁদুর সাধারণত ঘরের দেয়াল বেঁধে চলাফেরা করে, তাই দেয়াল বেঁধে ফাঁদ পাতা বা স্থাপন করা উচিত। ইহা ছাড়া মাচায়, ডোলে এবং ঘরের অন্যান্য জায়গায় যেখানে ইঁদুরের আনা গেনা বেশী সেখানেও ফাঁদ পেতে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আবাসস্থল ধ্বংস/নষ্ট করে

খড়ের গাঁদা ১৮" হতে ২৪" উঁচু করে স্থাপন করলে ইঁদুরে আক্রমণ অনেকাংশে কমে আসবে।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা

নারিকেল, সুপারি সহ অন্যান্য ফল ফলাদি ইঁদুরের আক্রমণ (ক্ষতি) হইতে রক্ষা করতে মাটি হতে ২-৩ মিটার উপরে গাছের গোড়া/ কাণ্ডের চারিদিকে ৪৫-৫০ সেঃ মিটার প্রশস্ত টিনের পাত শক্ত করে ভাল ভাবে আটকাতে হবে যেন ইঁদুর আর গাছের উপরে উঠতে না পারে। এ ব্যবস্থায় কাঠ বিড়ালীর উপদ্রব হতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

বাড়ী ঘর, শুদাম ঘর, রান্না ঘর, বাড়ীর আঙ্গিনা ও চারিপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে ইঁদুরের উপদ্রব অধিকাংশে কম হয়। জমির আশ-পাশের আবর্জনা, অব্যবহৃত আগাছা ও বোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে রাখলে ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কম হবে।

আরও তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ করুন

এইড-কুমিল্লা

গ্রাম : রঘুপুর, ডাকঘরঃ রাজাপাড়া, ইউনিয়ন : জগন্নাথপুর,
উপজেলা : কুমিল্লা সদর, জেলা : কুমিল্লা।

টেলিফোন : ০৮১-৬২৪৪৪, ০৮১ ৭২০০৩

ফ্যাক্স : ০৮১-৬২৪৪৪, ই-মেইল : aidazad@btcl.net.bd

web page : www.aidcomilla.org

Lead Organization : AID-COMILLA

